

১১/১১/১১

১১/১১/১১

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ
পৃষ্ঠা ৩০ কলাম

NOV. 23 2002

বাংলাদেশ মাদ্রাসা বোর্ডের বৃত্তি পরীক্ষার সময়সূচী পরিবর্তনের আবেদন

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি উন্নতির শিখরে পৌছতে পারে না। বাংলাদেশে শিক্ষা বিস্তারে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে তেমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে না। সব সময় মাদ্রাসা শিক্ষাকে উপেক্ষা করা হয়। বাংলাদেশ মাদ্রাসা বোর্ডের অধীন মাদ্রাসাগুলোতে পাঠদানের সময়সূচী ও ছুটির তালিকা এ পর্যন্ত কোন বছর প্রণয়ন করা হয়নি। ফলে মাদ্রাসার শিক্ষকগণ ছুটির তালিকা না পেয়ে নানা দুর্ভোগের সম্মুখীন হচ্ছেন। স্কুল-কলেজগুলোতে বাৎসরিক ছুটির তালিকা থাকে আর সে ছুটির তালিকা অনুসরণ করে শ্রেণীতে পাঠদান করা হয়। কিন্তু অতি পরিতাপের বিষয়, মাদ্রাসাগুলোতে ছুটির তালিকা থাকে না। ফলে মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড এবতেদায়ী পঞ্চম শ্রেণী ও দাখিল অষ্টম শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষার সময়সূচী প্রণয়ন করে থাকে কোন চিন্তা-ভাবনা না করে। স্কুল-কলেজগুলোতে পূজার ছুটি, বড়দিনের, মাঘী পূর্ণিমা ইত্যাদির জন্য বন্ধ থাকে কিন্তু মাদ্রাসাগুলোয় এসব কারণে বন্ধ থাকে না। বছরে ৮৫ দিন ছুটি ভোগ করা থেকে মাদ্রাসার শিক্ষকগণ বঞ্চিত হয়ে থাকেন। অধিকাংশ মাদ্রাসা ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে বন্ধ থাকে বার্ষিক পরীক্ষার অবকাশকালীন ও শীতকালীন ছুটি হিসেবে। অতীতে রমজান মাসে মাদ্রাসা বন্ধ থাকত। এতে মাদ্রাসা পড় যা হাফেজ ছাত্র-ছাত্রীরা তারাবির নামাজ পড়ানোর সুযোগ পেত। কিন্তু বর্তমান ঐক্যজোটের সরকারের আমলে রমজান মাসে বার্ষিক পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে, ফলে হাফেজ ছাত্র-ছাত্রীরা নানা অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। ২০০২ ইং সালের এবতেদায়ী পঞ্চম শ্রেণী ও দাখিল অষ্টম শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষা ডিসেম্বর মাসের ২৮, ২৯ ও ৩০ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। এ সময় মাদ্রাসা বন্ধ থাকায় ছাত্র-ছাত্রীরা বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে গিয়ে নানা ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হবে। কারণ এ সময় মাদ্রাসার শিক্ষকগণ বার্ষিক পরীক্ষার অবকাশকালীন এবং শীতকালীন ছুটি ভোগ করবেন বিধায় বৃত্তি পরীক্ষার কেন্দ্রে শিক্ষকগণ পরিদর্শক হিসেবে দায়িত্ব পালনে অসুবিধার সম্মুখীন হবেন। এমনিতেই এ বছর রমজান মাসে মাদ্রাসা খোলা রাখা হয়েছে আবার ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে একটু অবকাশ পাবে তা থেকেও বঞ্চিত করার জন্য ডিসেম্বর মাসের ২৮, ২৯, ৩০ তারিখে বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। স্কুলের বৃত্তি পরীক্ষা ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত হতে পারে কারণ স্কুলের ছুটির তালিকা ও মাদ্রাসার ছুটির তালিকা এক রকম নয়। ২০০১ সালের বৃত্তি পরীক্ষা ২০০২ সালের জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ভবিষ্যতে মাদ্রাসার বৃত্তি পরীক্ষা যথাসময়ে গ্রহণ করার জন্য আগে থেকেই ভাবা উচিত যাতে ছুটির তালিকার সাথে সম্পর্ক থাকে। অতএব মাদ্রাসা বোর্ডের বৃত্তি পরীক্ষার সময়সূচী পরিবর্তনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষের আন্তঃহস্তক্ষেপ কামনা করছি।

মুহাম্মদ সেলিম মিয়া (বিএসসি, বিএড)
সিনিয়র সহকারী শিক্ষক, মানিকদী ইসলামিয়া সিনিয়র
মাদ্রাসা, ঢাকা সেনানিবান, ঢাকা-১২০৬।